বিএনপি কী গণমাধ্যম বিমুখ হলো?

একজন নয় দু’জন নয় ২জন সাংবাদিক বিএনপি কর্মীদের হামলায় আহত! অবাক না হয়ে উপায় কী? একজন দু’জন হলে না হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। কিন্ত সংখ্যাটা যখন এত বেশি তখন বলতেই হবে সাংবাদিকদের ওপর বিশেষ ক্ষোভ রয়েছে বিএনপি কর্মীদের। শুধু তাই নয়, বলতে হবে এই হামলা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত। কিন্তু কেন? সাংবাদিকদের সঙ্গে তো রাজনৈতিকে কর্মীদের শত্রুতা থাকার কথা নয় বরং বন্ধুত্ব থাকার কথা। যুগে যুগে তাই ছিল। কিন্তু কেন জানি, এই ২৮শে অক্টোবরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯০ এর গণঅভ্যূত্থানের ধারাবাহিকতা ভাঙলো।

আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দল যেটা করবে সাংবাদিক সেটা প্রচার করবে। সারাদেশের মানুষ তাদের মাধ্যমেই কী হয়েছে সেটার একটা চিত্র পাবে এবং তার এই মুহূর্তের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ২৮শে অক্টোবর আমরা কী দেখলাম? দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে একের পর এক সাংবাদিকের ওপর হামলা করা হলো। মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হলো। টেলিভিশনের গাড়ি ভাঙা হলো। অদ্ভুদ। আগে কখনো এরকম দেখেছি বা শুনেছি বলে আমি মনে করতে পারছি না।

একদল লোক যাদের কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং ছবি তোলা। তারা নানা ঘটনার ছবি তোলে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। পরে এই ছবি এবং তথ্য মিলিয়ে মানুষকে খবর জানায়। তাহলে কী এখন আমরা বলবো গণমাধ্যমকে বিএনপির দরকার নেই? আমার মনে হয়, সেটা বলার যায়। কারণ আমরা জানি, গত দুই মাস ধরে বিএনপি দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা দেশের অন্যতম দুটি টেলিভিশনে যাবে না এবং কথা বলবে না।

দুই টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার সিদ্ধান্তটা অবশ্য প্রকাশ্য। গণমাধ্যমের প্রতি কোন রাজনৈতিক দলের এমন প্রকাশ্য বিদ্বেষ অবশ্য বিরল। কিন্তু কাজটি তারা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় চিন্তা করলে বলা যায়, সাংবাদিকদের প্রতি বিএনপি কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষ রয়েছে। আরও বলা যায় এই বিদ্বেষ সদ্য নয়। বেশ পুরোনো। না হলে একদিনেই ২৭ জন সাংবাদিকের ওপর হামলার সিদ্ধন্ত নেয়া যায় না।

আমি আহত কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বেশিরভাগই ফটো সাংবাদিক। তারা প্রত্যেকেই কাজ করছিলেন। অর্থাৎ এই হামলা মাঠে কর্মরত সাংবাদিকের ওপর হামলা। যারা হামলা শিকার হয়েছেন, তারা নিজের পরিচয় লুকাননি। যে কারণে বিএনপি কর্মীদের হামলার জন্যে তাদের খুঁজে বের করতে দেরি হয়নি। পরে কেউ কেউ অবশ্য পরিচয় লুকিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

২৮শে অক্টোবর নিশ্চয়ই সাংবাদিকরা বার্তা পেয়ে গেছেন যে, এখন থেকে বিএনপির খবর সংগ্রহ করতে হলে সাবধানে করতে হবে। সেই সাবধানতা বিএনপির জন্যে কতটুকু ভালো হবে, আমি জানি না। কিন্তু সাংবাদিকদের অনেকেই বিএনপির কর্মসূচির্ খবর সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতে চাইবেন না, এটা এখন স্বাভাবিক। এই সরল সত্য বোঝার ক্ষমতা বিএনপি নেতাদের নেই, সেটা ভাবতে চাই না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিএনপি প্রচলিত গণমাধ্যমকে এমন বার্তা দিল? তারাতো একটি রাজনৈতিক দল। নিজেদের কথা তো বলতেই হবে। তাহলে মাধ্যমটি কী হবে? এখনতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া, আমি কোন মাধ্যম দেখছি না। তারা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়েছে, সে নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেকথা পাঠক্ও নিশ্চই জানেন। কিন্ত প্রচলিত গণমাধ্যম ফেলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর কতটা ঠিক হলো?

চরিত্র অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে যা খুশি তাই বলা যায়। কিন্তু একজন গণমাধ্যম কর্মী কখনই যা খুশি তা বলতে পারেন না। কিছু বলতে হলে তাকে নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বলতে হয়। তার ক্লু লাগে সোর্স লাগে। নিশ্চিত হওয়ার দরকার পড়ে। তাই একজন সাংবাদিক যেটা বলেন সেটার ওপর মানুষ ভর করতে পারেন। কিন্তু সত্যের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধমের ওপর ভরে করলে সেই ফল যে খুব ভালো হওয়ার কথা নয়, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

সা্ংবাদিক তার কাজের পদ্ধতির কারণে হয়তো বিএনপিকে খুশি করতে পারছে না। যেকারণে তারা আজ প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখ। এখন বিএনপির এই প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখতার সূত্র ধরে কেউ যদি বলে, এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধেমে সরকার বিরোধী যত প্রপাগাণ্ডা এসবই বিএনপির পরিকল্পিত তিনি কী ভুল বলবেন? কেউ যদি বলেন সাংবাদিকদের হামলার পরিকল্পনা এবং সরকার বিরোধী প্রপাগাণ্ডার পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা, তিনিও কী ভুল বলবেন?

তাদের কথা ভুল না ঠিক সেটা আমার মূল আলোচনা নয়। মূল কথা হচ্ছে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর ভর করে বৈতরনী পার হওয়া যাবে না। কারণ তারা একটি রাজনৈতিক দল। সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলে তাদের জন্ম। কিন্তু আমাদের এখনকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভরকেন্দ্র হচ্ছে ঘৃণা। এই ঘৃণা দিয়ে আর যাই হোক, মানুষের কল্যাণ করা যায় না।

এই লেখা লিখতে লিখতেই খবর পেলাম, শনিবারের সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে, ২৮ অক্টোবর ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ প্রতিটি সহিংসতা পর্যালোচনা করা হবে। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার জন্য এই সহিংসতা আমলে আসবে। আপাতত আর কিছু বলতে চাই না। শুধু বলি, মাথাভরা ঘৃণা থাকার ফল যে ভাল কিছু আনে না, তা প্রমাণের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

লেখক: গণমাধ্যম কর্মী।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৪ উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩৮ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়েতের ৩৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোরে জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায় নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে নয়জন, আলমডাঙ্গায় বারো জন, দর্শনায় পাঁচজন ও দামুড়হুদা মডেল থানায় তিনজন ও জীবননগর থানায় পুলিশের অভিযানে নয়জন বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

হোসেন (৫৮), পৌর বিএপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান আলী (৩৬), বিএনপি কর্মী সূজা উদ্দিন (৪৯), হাবিবার রহমান (৪৫), আমজাদ হোসেন (৫৮), আমিনুল ইসলাম (২৬), মিলন (৪৩), শাহিন উদ্দিন (৩৬) ও ইসরাফিল হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেন। এসম তাদের কাছে থাকা ৪ টি অবিস্ফোরিত ককটেল সাদৃশ্য বস্তু এবং বিস্ফোরিত ককটেলের জোয়ার্দ্দার কৌটার অংশ বিশেষ ২ টি টুকরা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, নাশকতা পরিকল্পনাকারী, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত ৩৮ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে আজ দুপুরের পর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরতাল শেষে ৩ দিন অবরোধের ডাক দিল বিএনপি

মহাসমাবেশ ও একদিনের হরতাল শেষে এবার টানা তিন দিন অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি। হরতাল কর্মসূচি শেষে আজ রবিবার সন্ধ্যায় দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।

রিজভী বলেন, দেশের সীমাহীন বঞ্চনা, অব্যাহত দুর্নীতি-লুটপাট, ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার, নেতাকর্মীদের বাড়িতে তল্লাশির নামে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। রেলপথ, নৌপথ, রাজপথ সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ‘সারা দেশে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে। অনেকেই গুম-খুন হয়েছেন। আমাদের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। তাকে বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না। তাকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।’

এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, সহ-অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন প্রমুখ ।

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে হরতাল

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হরতাল চলছে। হরতাল চলাকালে ভোর থেকেই কুষ্টিয়া থেকে দূরপাল্লার সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মহাসড়কে বাসের পাশাপাশি ট্রাক চলাচল চোখে পড়েনি। তবে সড়কের পাশে ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার ও হেলপারকে অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোডে পুলিশ মেতায়েন রয়েছে।

রোববার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে চলছে হরতাল। সিএনজি, রিকশা ও অটোরিকশা চলাচল করলেও দূরপাল্লার এবং অভ্যান্তরীন সড়কেও কোনো বাস কুষ্টিয়া ছেড়ে যায়নি।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম মজমপুর, চৌড়হাস, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রেলগেট, এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন।

শহরের এনএস রোড ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বেলা বাড়ার সাথে শহরের কিছু দোকানপাট খুলেছেন।

কুষ্টিয়া সড়ক পরিবহন গ্রুপ আন্ত:জেলা কাউন্টারের টিকেট বিক্রয়কর্মী বাবু বলেন, ‘কাউন্টার খোলা রয়েছে সকাল থেকে। তেমন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা ছোট ছোট যানবাহনে যাত্রা করছে। দুর পাল্লার কোন বাসও ছাড়া হয়নি।’

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। দুরপার।লার যাত্রী সাধারন বাস না পেয়ে ফিেও যেতে দেখা গেছে। আবার অনেকেকে সিএনজি ও অটো রিকসায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

এদিকে, হরতালে যেকোন ধরনের নাশকতা এড়াতে শহরে পুলিশ মোতায়েনসহ

আইনশৃক্সখলা বাহিনীর কড়া পাহারা লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমন্বয়ে র্যাব পুলিশ শহরে টহল দিচ্ছে।

ঝিনাইদহে হরতাল সমর্থনে বিএনপির মিছিল

সারা দেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল সমর্থনে ঝিনাইদহে মিছিল করেছে জেলা বিএনপি।

আজ সকালে বিএনপির পক্ষ থেকে শহরের নতুন হাটখোলা রাস্তা থেকে হরতালের সমর্থনে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এইচএসএস সড়কের দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

এদিকে বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঢিলেঢালা ভাবে চলছে। তবে সকাল থেকে স্থানীয় ও দুরপাল্লার বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ রয়েছে। কিন্তু অল্প কিছু ইজিবাইক ও সিএনজিতে চলাচল করছে মানুষ। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে জনসাধারনেরা। সকাল থেকে দোকান-পাট বন্ধ থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে দোকান খুলতে দেখা গেছে অনেকের।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের হরতালের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল

শোডাউন

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা হরতাল ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে যুবলীগের উদ্যোগে মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের আওয়ামী লীগের পার্টি অফিস কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলার সামনে এসে শেষ হয়ে সেখানে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদে সমাবেশ বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক, শফিকুল ইসলাম শিমুল, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, রবিউল ইসলাম রবি, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, আশরাফুল আলম এছাড়া আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদে সমাবেশ বক্তার বলেন, বিএনপি-জামাতের রাজনীতি থেকে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিদেশি প্রভুদের কাছে ধন্না দিয়ে কোন ফল না পেয়ে হরতালের মতো সহিংস আন্দোলন তাঁরা বেছে নিয়েছেন। আমরা ঝিনাইদহ যুবলীগ বিএনপি-জামাতের সকল নৈরাজ্য প্রতিরোধে সবসময় রাজপথে অবস্থান করবো।

মেহেরপুরে হরতালের সমর্থনে বিএনপির ঝটিকা মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাশের একটি গলিতে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ফজলুল

হক, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলামসহ শতাধিক নেতাকর্মী ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন।

বিএনপির মহাসচিব ফখরুলকে আটক করেছে ডিবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গুলশানের বাসা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে আনা হয়েছে।
আজ রবিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে তাঁকে রাজধানীর মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার পর তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিবির এক কর্মকর্তা বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে।

এর আগে বিএনপির মহাসচিবের আটকের বিষয়ে দলের চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, সকাল ৯টার আগে থেকে মহাসচিবের গুলশানের বাসার সামনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন।

সূত্র- কালের কণ্ঠ অনলাইন

মহাসমাবেশে সংঘর্ষ; পুলিশ

সদস্য নিহত

বিএনপি, আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষে আহত এক পুলিশ সদস্য ঢামেকে মারা গেছেন। এখনো তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ বক্সের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর বাচ্চু মিয়া।

তিনি জানান, ফকিরাপুল এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই পুলিশ সদস্যকে ঢামেকে আনা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. আলাউদ্দিন বলেন, সকাল ১১টার পর থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অনেককে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, হাতে, পায়ে, মাথায়সহ শরীরে বিভিন্ন স্থানে ফুলা নীল, ছিলা জখম, কাটা জখম, গুলিসহ বিভিন্ন ধরনের আঘাতে আহত হয়েছেন। বিকেলের দিকে রোগীর চাপ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় একসঙ্গে বেশি রোগী আসায় আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল

সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ থেকে এই ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।